আজম মাহমুদ

সাফল্যের ম্যাজিক ধরে রেখেছে কম্প্যাক

কম্প্যাক কমপিউটার প্রধান হওয়ার মাত্র দু'বছরের মধ্যে একহার্ড ফেইফার এত ব্যাপক ও আশ্চর্যজনক পরিবর্তন সূচিত করেছে যে কোম্পানীর নামটি ছাড়া অন্য সব কিছুই আজ পরিবর্তিত। ৫২ বছর বয়স্ক ফেইফার শুরুতেই নীতি নির্ধারণ করেন যে, বড় বড় কোম্পানীতে পিসি সরবরাহকারীর সনাতন ভূমিকা সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে অনেক ব্যাপকতর করতে হবে কম্প্যাকের ব্যবসার পরিধিকে। পকেট কমিউনিকেটর থেকে শুরু করে বাসাবাড়ীর কমপিউটার পর্যন্ত প্রতিটি বাজারের জন্য বানাতে হবে কমপিউটার এবং তাও আবার অস্বাভাবিক কম দামে।

কম্প্যাকের ব্যবসার এই ধারা পরিবর্তনের পর থেকে বিশ্বের পিসি ও ওয়ার্কস্টেশন বাজারে তাদের দখল ৩.৮% থেকে বেড়ে আজ ১০% এ দাঁড়িয়েছে। গত বছর দুই প্রতিদ্বন্দ্বী আইবিএম ও এপল একত্রে যা মুনাফা করেছে তার চেয়ে অধিক মুনাফা করেছে কম্প্যাক একাই। গত বছরের সেপ্টেম্বরে ফেইফার ঘোষণা করেছিলেন যে ১৯৯৬ সাল নাগাদ কম্প্যাক হতে চায় বিশ্বের এক নম্বর পিসি ও ওয়ার্কস্টেশন বিক্রেতা কোম্পানী।

জার্মান বংশোদ্ভূত ফেইফারের ভাষায় এ পর্যন্ত অর্জিত কম্প্যাকের এই সাফল্য হচ্ছে – 'তাৎপর্য্যপূর্ণ'। ফেইফার সারা কোম্পানী জুড়ে একটা নতুন তাগিদকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং তার ভবিষ্যৎ উদ্দেশ্যকে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন। এর ফলেই আজকের এই সার্বিক পরিবর্তন গঠন সম্ভবপর হয়েছে। ১৯৯১ সালের অক্টোবরে ক্যানিয়নের কাছ থেকে দায়িত্ব নেন তিনি।

এক বছরের মধ্যেই কম্প্যাক পণ্যের মূল্য এক তৃতীয়াংশ হ্রাস করে এবং ক্ষিপ্র গতিতে এক ডজন নতুন মডেল বাজারে ছেড়ে প্রতিদ্বন্দ্বীদের ব্যতিব্যস্ত করে তোলেন ফেইফার। মুনাফাকে সংহত করা এবং ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানোর জন্য তিনি উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করার এবং কারখানাসমূহ দিবারাত্রি চালু রাখার নির্দেশ দেন। কম্প্যাক পণ্যসমূহ ক্রেতাদের কাছে সহজলভ্য করার জন্য হাজার হাজার খুচরা বিক্রেতাকে নিয়োগ করেন।

ফেইফারের নেতৃত্বে রূপান্তরের ধারাটি কম্প্যাকে একটা দৈনন্দিন বাস্তবতা হয়ে দাঁড়ায়। তিনি সুস্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেন যে, তার প্রত্যাশাটি হচ্ছে নিরন্তর পরিবর্তন। তিনি একটা দর্শন প্রতিষ্ঠিত করেন যেটি হচ্ছে–'পরিবর্তনটা কষ্টসাধ্য ব্যাপার নয়, বরং ব্যর্থতাটি হচ্ছে কষ্টকর'।

নতুন কম্প্যাক ব্যর্থতার কষ্ট ভোগেনি এখনো। গত আগস্টে বাজারে ছাড়া বাসাবাড়ীর পিসি **Pressario**-র কথাই ধরুন। এই পিসিটি তৈরী করা হয়েছিল প্রযুক্তিতে ভীত ক্রেতাদের আকর্ষণ করার জন্য বন্ধু বৎসল এবং তৈরির সময়ই স্থাপিত সফটওয়্যার ও বিল্ট-ইন টেলিফোন উত্তরদান মেশিন দ্বারা। কম্প্যাকের ইতিহাসে সবচেয়ে কাটতির এই পিসিটি খুব দ্রুত ১৫০০ ডলারের নীচের মূল্যের পিসিগুলির মধ্যে সবচেয়ে সেরা বিক্রীর মেশিনে পরিণত হয়।

কম্প্যাক এখন বিশেষ ক্রেতাগোষ্ঠির উদ্দেশ্যে কমপিউটার তৈরী করে জোরেসোরে প্রচারণা চালাচ্ছে। কমপিউটার যেহেতু টিভি ও মোটরগাড়ীর মত ভোগ্যপণ্য হয়ে পড়ছে তাই প্রতি বছর নতুন মডেল ছেড়ে বিজ্ঞাপন দিচ্ছে টিভিতে কম্প্যাক। তিন বছর টিভিতে বিজ্ঞাপন প্রচার বন্ধ রাখার পর গত বছর ১২ মিলিয়ন ডলারের বিজ্ঞাপন প্রচার করে কম্প্যাক।

উত্তর আমেরিকায় কম্প্যাক তার পরিবেশকের সংখ্যা দু'বছরে পাঁচগুণ বাড়িয়ে দু'হাজার থেকে ১০,৫০০ করেছে। যেসব উচ্চ পদস্থ নির্বাহীরা এতদিন কুলীন সব কোম্পানীর কাছে কম্প্যাক বিক্রী করেছেন এখন তারা নতুন কৃষ্টির ভাবধারায় সাধারণ ক্রেতাদের কাছে বিক্রী করছেন কম্প্যাক কমপিউটার।

তবে মূল্য হ্রাস লড়াই এবং মোটা বিপনন খরচের ফলে কম্প্যাকের মুনাফার অঙ্ক কমেছে বেশ। ফেইফার চান উৎপাদনে উৎকর্ষ সাধন করে এবং উৎপাদনের পরিধি ব্যাপ্ত করে মূল্য হ্রাস লড়াইয়ে জয়ী হতে। উৎপাদন আয়তন বিশাল হওয়ায় প্রতিটি একক পণ্যের মূল্য কমে আসছে স্বাভাবিকভাবেই। ১৯৯৩ সালে মোট উৎপাদিত পিসির সংখ্যা ১৫ লক্ষ থেকে বেড়ে ৩০ লক্ষে পৌছালে মোট উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পায় প্রায় ১০ মিলিয়ন ডলার।

ফেইফারের চাপে কম্প্যাক এখন প্রতিটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র উৎপাদন প্রক্রিয়ার পেছনে সময় ব্যয় না করে ১৯৯২ সাল থেকে বাইরের ঠিকাদারদের কিছু কিছু সংযোজনের কাজ সাব-কন্ট্রাক প্রদান করে। তবে পিসির গুণগত মান অটুট রাখার জন্য তারা বাইরের ঠিকাদারদের বিস্তারিত নির্দেশনা প্রদান করে এসব যন্ত্রাংশ কিভাবে সংযোজিত করতে হবে। এই কৌশলের মাধ্যমে কম্প্যাক বিশ্বজুড়ে ক্রেতাদের সময়মত পণ্য সরবরাহে সক্ষম হচ্ছে।

পরিবর্তনের প্রথম বছরেই কম্প্যাক ১৯৯৩ সালে সাধারণ ক্রেতাদের জন্য কম দামের **Prolinea** ডেস্কটপ এবং কন্টুরা নোটবুক কমপিউটার দিয়ে আগ্রাসী অভিযান শুরু করে। কম্প্যাক ভেবেছিল চাহিদা দ্বিগুণ হবে কিন্তু বাস্তবে তা বেড়ে দাঁড়ালো তিন গুণে। সরবরাহে টান পরলো পরিণামে। মজুত দ্রব্য সামগ্রীর পরিমাণ সীমিত রেখে খরচ সাশ্রয় করে তৎক্ষণাত ক্রেতাদের হাতে পণ্য পৌঁছানোর নীতির কারণে এই সাময়িক সমস্যা কাটিয়ে ওঠে কম্প্যাক সাফল্যের সাথে।

উৎপাদন চাহিদার সমন্বয় সাধনে কম্প্যাক এক অতিমানবিক কাজ সমাধা করে সরবরাহকারী, কারখানা এবং বিশ্বব্যাপী বিতরণ কেন্দ্রসমূহের মধ্যে একটা বোঝাপড়া গড়ে তুলে। ধরুণ একটা নতুন অর্ডার আসলো। কম্প্যাক দেখবে যে তাদের যুক্তরাষ্ট্রের হুষ্টন, সিঙ্গাপুর, স্কটল্যান্ড অথবা গণচীন (হংকং-এর সন্নিকটে সেনঝেনে কম্প্যাক একটা নতুন কারখানা খুলতে যাচ্ছে) কারখানার কোনটিতে কমপিউটারটি সবচেয়ে সস্তায় তৈরী করে ক্রেতাটিকে সময়মত সরবরাহ করা যাবে। কয়েক ঘন্টার মধ্যে কম্প্যাক সঠিক যন্ত্রাংশসমূহ তৈরী অথবা সরবরাহকারীদের কাছ থেকে নিয়ে নেবে। গত বছর মোট উৎপাদনের ৫ শতাংশ তৈরী হয়েছিল বিক্রয় অর্ডারের ভিত্তিতে। ফেইফার চান ১৯৯৬ সালের মধ্যে ১০০% পিসি অর্ডারের ভিত্তিতে তৈরী করতে।

কম্প্যাকের হুষ্টনস্থ বিতরণ কেন্দ্রে প্রতিদিন অসংখ্য ট্রাকের জট লাগতো পণ্য পরিবহণের জন্য। তখন পরিবহন ব্যয় বহন করতে হতো পরিবেশকদের। কম্প্যাক গুণে দেখলো মোট ১৫৬টি পরিবহন কোম্পানী তাদের মাল বহনে নিয়োজিত। বিতরণ ধারাকে গতিময় করার জন্য কম্প্যাক সিদ্ধান্ত নিল তারা পরিবহন ব্যয় নিজেরা প্রদান করবে এবং মাত্র ছয়টি পরিবহন কোম্পনীকে নিয়োগ করলো তারা। প্রতিদিন মাল বহন বেড়ে গেলো ৪০%। তাদের অতিরিক্ত পরিবহন ব্যয় পুষিয়ে গেলো বিতরণের ক্ষেত্রে অর্জিত ৪০% উৎপাদনশীলতায়। কেন্দ্রের কর্মীরা আগে কাজ করতো প্রতিদিন এক শিফটে। গত সেপ্টেম্বর থেকে সেখানে সপ্তাহে সাত দিনই ২৪ ঘণ্টা কাজ করছে ট্রাকের দীর্ঘ সারি ও জানজট সমস্যার সমাপ্তি ঘটিয়ে।

এপল অগ্রদূত হয়ে যে নতুন পারসোনাল ডিজিটাল এসিসট্যান্ট নিউটন ম্যাসেজ প্যাড ছাড়ে গত বছর কম্প্যাক সেই লোভনীয় বাজারে প্রবেশ করবে এ বছর, যার দাম পড়বে এক হাজার মার্কিন ডলারেরও কম। তবে নিউটনের মত কাজ করবেনা এটি এবং কম্প্যাক এটিকে পিডিএ না বলে বলছে "মোবাইল কম্প্যানিয়ন বা ভ্রাম্যমান সঙ্গী।

নিউটন ইলেক্ট্রনিক ফাইলের ফ্যাক্স হিসেবে কাজ করলেও কম্প্যাকের মোবাইল কম্প্যানিয়নটি মূলত একটা অতি হাল্কা নোটবুক কমপিউটার। যখন এটি ব্যবহৃত হবে না তখন এটিকে উইনডোজভিত্তিক যেকোন পিসির সাথে সংযুক্ত করে রাখা যাবে এবং এটির ব্যাটারীও চার্জ হতে থাকবে এই বিশ্রামের সময়টিতে। যখন আপনি কম্প্যানিয়নটি ব্যবহার করতে চাবেন তখন একটা মেনু আসবে আপনার পিসিতে এবং আপনি যে সব ফাইল পিসি থেকে কম্প্যানিয়নে কপি করতে চান করতে পারবেন। কোন ফাইল পিসি থেকে নিতে ভুলে গেলে রাস্তায় বের হওয়ার পর কোন লাইনের মাধ্যমে কম্প্যানিয়নের ভেতর সংযোজিত

(বাকী অংশ ১৫ নং পৃষ্ঠায় দেখুন)

হুষ্টনে কম্প্যাকের ষ্টুডিও। এখানে নতুন নতুন ধারা পিসি ডিজাইন করা হয়।

এ কমপিউটার বিশেষজ্ঞের নয়, সাধারণের

টেলিফোন, ফ্যাক্স, টিভি, ভিসিআর, ভিডিও ফোন একত্রিত করে বহুবিধ বৈশিষ্ট্য নিয়ে নতুন পিসি এখন সাধারণ মানুষের জন্য আসছে। এ পিসি এখন আর বিশেষজ্ঞদের জন্য নয়। জনগণের জন্য কমপিউটারের অন্যতম প্রবক্তা মোস্তাফা জব্বার একথা বলেছেন। আমেরিকার ফরচুন তার কাহিনীর শুরুতে রান্নাঘরে রিফ্রেজারেটরের অদূরে পাতা ৪৮৬ পিসির সামনে তন্ময় বালক, তার দুপাশে সমান আগ্রহে নিমগ্ন দুই বালিকা সহোদরা আর এ আনন্দ ভুবনে শিশুদের পেছনে বসা পিতার হাসির সাথে জননী গৃহকর্ত্রীর হাস্যোজ্জ্বল উপস্থিতির মনমাতানো ছবি দিয়ে বলেছে, ওরা স্কুল থেকে ফিরেই কোট ঝেড়ে ফেলে ছুটে যায় পিসির কাছে। মুহূর্তে যায় ডুবে। বাইরের জগৎ থেকে ফিরে বাবা মাও আনন্দ অবকাশের ধ্যানে বসতে যায় কমপিউটারে। ঠিক একইদৃশ্যে এখন ঢাকার অনেক সারস্বত শিক্ষিত ও কর্মবাদী গৃহে।

স্কুল ব্যাগ রেখেই ওরা ছুটে যায় কমপিউটারে

একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রবীন কর্মকর্তা চৌধুরী আজিজুল হক মাত্র তিন মাস আগে নিজ বাসায় কমপিউটার আনেন, অফিস ও বাইরের কনসালট্যান্সির কাজ স্বগৃহে অবকাশে করার জন্য। তাঁর অবসর গ্রহণের সময় ঘনিয়ে এসেছে। অবসর জীবনে আয় রোজগার ও কর্মসংস্থানের জন্য তিনি অবলম্বন করেছেন পার্সোনাল কমপিউটারে। তিনি ভাবতে পারেননি, তার ছেলে সাদ্দাম এই তিন মাসের মধ্যে কমপিউটারকে এত আপন ও প্রাণবন্ত করে তুলবে। এখন ষষ্ঠ শ্রেণীর এই কিশোরের পাশাপাশি প্রবীণ পিতা কমপিউটার ব্যবহার করে ঢাকাতেও আবাসগৃহে কমপিউটার ব্যবহারের নজীর গড়ে তুলেছেন। এ তিন মাসে ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রটি বিভিন্ন গেমস ও প্রোগ্রামে পারদর্শী হয়ে উঠেছে। এ কিশোরও স্কুল থেকে ফিরে ব্যাগ রেখেই ছুটে যায় কমপিউটারের কাছে। সাদ্দাম একা নয়। ঢাকায় এখন গৃহকোনে কমপিউটারে পারদর্শী হয়ে উঠছে তার মত অনেক কিশোর-কিশোরী।

গৃহকোণে সংবাদপত্র নির্মাণে একটি পিসি

ঢাকায় মাত্র ৫ মাসে একটি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র 'রাষ্ট্র' প্রকাশনাও আবাসগৃহে কমপিউটার কর্মের এক নিদর্শন হয়ে উঠেছে। ঢাকার অনেক কবি, সাহিত্যিক আগে ছাপাখানার ব্যবসা করতেন। এখন কমপিউটার হয়ে উঠছে আয় রোজগার ও গৃহকোণে বাইরের কাজ করার অবলম্বন। মোহাম্মদপুরে রুমানদের ঘরটি দিবাভাগে প্রশিক্ষণ, অবকাশে পারিবারিক কমপিউটার চর্চা ও বাইরের কাজ করার ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। ঘরোয়া ও পারিবারিক জীবনের সাথে মিশে যাচ্ছে কমপিউটার। আনন্দ, আয়-রোজগার, বুদ্ধিবৃত্তিক অনুশীলনের এমন সমন্বয় আর একালে অন্য কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় না। দক্ষিণপূর্ব ও দক্ষিণ এশিয়া ঘুরে আবাসগৃহে কমপিউটার কর্ম এদেশেও যখন প্রসারিত হচ্ছে, তখনও কিছু কিছু 'উচুবর্ণ' কমপিউটারবিদ মনে করেন, আভিজাত্যের এই হাতিয়ারটিকে এতটা জনারণ্যে ছড়িয়ে দেওয়া ঠিক নয়। কমপিউটার আভিজাত্য, অফিসের সীমানা, সরকারী পদপদবীর সীমানা ডিঙ্গিয়ে জনজীবনের গভীরে প্রবেশ করেছে, এটা ৯৪-র এক বিজয়বার্তা।

নাজমুন নাহার মিলি সে কলেজের ছাত্রী। সাংবাদিক পিতার আগ্রহে সাপ্তাহিক 'রাষ্ট্র' পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক হয়েছে সে। আজ রাষ্ট্র পত্রিকার ৭৫/৮০ ভাগ হরফবিন্যাস, মেকআপ, অভ্যস্ত্র গ্রাহক ঠিকানা সংরক্ষণ, এক্সেলে হিসাব সংরক্ষণের কাজ মিলি নিজেই করে মাত্র এগার বছর বয়সের ছোট বোন মৌকে নিয়ে। আর সবচে ছোট সাব্বির সবেমাত্র দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠেছে– গেমসে সে পাকা। কিন্তু প্রতিদিন টাইপ করা কপি বা হস্তাক্ষরের কপি থেকে সে হরফ গাঁথে কমপিউটারে কমসে কম একদুই পৃষ্ঠা। এ পরিবারটি ঘরে কমপিউটার পেয়ে মাত্র ৫ মাসে সার্বজনীন কমপিউটার সাক্ষরতা অর্জন করেছে। ছেলেমেয়ে ও তাদের মা দিনের বেলা যা কম্পোজ করে রাখে বাবা সংবাদপত্রের কাজ শেষে রাতে ফিরে সরাসরি কমপিউটারে বসে তা সম্পাদন ও সংশোধন করে নেন। মিলি মেকআপ করে। পেষ্টিং করে। আকর্ষনীয় রুচিশীল একটি মর্যাদাকর সংবাদপত্র বেরিয়ে আসে শোবার ঘর ও খাবার ঘরের এই পরিবেশ থেকে। টেবিল, দেরাজ, কমপিউটারে তা যেন অফিস, আবার পাশে ছোট্ট খাট, অদূরে খাবার টেবিলে তা পারিবারিক গৃহ। লন্ডনের প্যানোস ফিচার সার্ভিসের দক্ষিণ এশীয় পরিচালক কারম্যান মিরান্দাও এই গৃহকোণ থেকে একটি স্বাবলম্বী সংবাদপত্র নির্মাণে পারিবারিক অবদান ও কমপিউটার ব্যবহার ও কাজের চাপ দেখে এদের আরেকটি কমপিউটার উপহার দেবার প্রস্তাব রেখে গেছেন। গৃহকোণে এমন একটি পরিবেশে কমপিউটার ব্যবহারের স্বপ্ন একদিন আজিমপুরে কমপিউটার জগৎ-এ আলোচিত হতো। সে আলোচনায় কমপিউটার জগৎ-এর অধ্যাপক মোহাম্মদ আবদুল কাদের ও রাষ্ট্রের সংগঠকও অংশ নিতেন। আজ সে স্বপ্ন বাস্তব। সে প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়েই রাষ্ট্র গড়তে গিয়ে গৃহকোণে কমপিউটারকে প্রাণবন্ত পারিবারিক প্রয়োগে নিয়ে এসেছেন রাষ্ট্র পত্রিকার সম্পাদক কমপিউটার জগৎ-এর অন্যতম লেখক প্রখ্যাত সাংবাদিক নাজীমউদ্দিন মোস্তান।

ঘরে ঘরে শিক্ষাময় আনন্দ ভুবন তৈরি করতে হবে আমাদেরও

হোম পিসি আবার ঘর বিমুখ মানুষকে গৃহকোণে টেনে আনছে কর্ম ও আনন্দে। এ এক সাংস্কৃতিক নবজীবনেরও পর্ব। সন্তান, পিতা, মাতা কমপিউটারকে কেন্দ্র করে একত্রিত হচ্ছে, জ্ঞান, আনন্দ, কর্মের মিলন ভূমিতে এ যেন একবিংশ শতাব্দীর জীবনের হাতছানি। এ আবহ যখন বিশ্বময় তখন বাংলাদেশে তার ছিটেফোঁটা আলোর স্ফুরণ ঘটছে কমপিউটারপ্রিয় মানুষের ঘরে, এর পিছনে কোন সরকারী সমর্থন ও সহায়তা নেই।

ছেলেমেয়েরা বাইরের অশান্ত পরিবেশ থেকে আত্মরক্ষার বর্ম পাচ্ছে কমপিউটারে। ২৪ ঘন্টা ঘরে ও স্কুলে শিক্ষাময় আনন্দময় পরিবেশ সৃষ্টির নাম শিক্ষাময় আনন্দ ভুবন– **edutainment**। এদেশে যখন সমাজ-জীবিকা-শিক্ষা বিপর্যস্ত, তখন এমন অনিন্দ্য পরিবেশতো স্বপ্ন– বললেন একজন রাজনীতি সচেতন ব্যবসায়ী পিতা। তিনি বললেন, কালের ও জীবনের প্রয়োজনে ঘরে ঘরে এ শিক্ষাময় আনন্দভুবন তৈরী করতে হবে আমাদেরও। ❐

ব্যাচ প্রোগ্রামিং

(৪৫ নং পৃষ্ঠার পর)

```
CLS
@ ECHO OFF
REM MULTPRINT. BAT: COMPUTER JAGAT/MAR/1994: REZAUL KARIM
REM THIS FILE PRINTS ONE OR MORE TEXT FILES
REM ISSUE COMMAND MULTPRINT TXTFILE1 TXTFILE2 TXTFILE3
COPY % 1 LPT1
SHIFT
COPY %1 LPT1
SHIFT
COPY %1 LPT1
```

যদি AUTOEXEC. BAT আর CONFIG. SYS ফাইল প্রিন্ট করতে হয় তাহলে নির্দেশ দিতে হবে:- MULTPRINT AUTOEXEC. BAT CONFIG. SYS.

একটি ফাইল প্রিন্ট করতে হলে শুধু সেই ফাইলটির নাম দিতে হবে।

ব্যাচ ফাইলের সাহায্যে সকল ব্যবহারকারী তাঁদের কমপিউটার সংক্রান্ত কাজে সততা ও স্বাচ্ছন্দ দুইয়েরই সম্মিলন ঘটাতে পারবেন বলে আশা করা যায়। ◆

সাফল্যের ম্যাজিক

(২৫ নং পৃষ্ঠার পর)

থেকে নিতে ভুলে গেলে রাস্তায় বের হওয়ার পর কোন লাইনের মাধ্যমে কম্প্যানিয়নের ভেতর সংযোজিত মোডেমের মাধ্যমে সেই ফাইলটি পিসি থেকে অনায়াসে নেওয়া যাবে। একটি স্টাইলাসের মাধ্যমে যে কোন হস্তলিখিত নোট সরাসরি ফাইল করা যাবে কম্প্যানিয়নে এবং একটি অপশনাল প্লাগ-ইন কী বোর্ড থাকবে এর সাথে।

এই মোবাইল কম্প্যানিয়ন কম্প্যাক উদ্ভাবন করছে যৌথভাবে ইন্টেল ও মাইক্রোসফটের সাথে। উইন্ডোজ সফটওয়্যারের একটি বিশেষ ভার্সন মাইক্রোসফট তৈরী করছে এটির জন্য। সেরা কমপিউটার নির্মাতা হিসেবে আইবিএম-এর সাথে যুদ্ধে এ ধরণের মৈত্রী ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। অফিস নেটওয়ার্ক বাজারে আধিপত্য বিস্তার করে প্রধান সার্ভার নির্মাতা হওয়ার পর কম্প্যাক ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছে এই এলাকায় মাইক্রোসফট এবং নেটওয়ার্কিং সফটওয়্যার রাজা নোভেলের সাথে। ব্যয়বহুল মিনি কমপিউটারের বিকল্প হিসেবে কম্প্যাকের শক্তিশালী সার্ভার তাদের মোট বিক্রীর ১৭% এবং মোট মুনাফার ৩০% যোগান দিচ্ছে।

এক সময়ের দুই সহযোগী আইবিএম ও মাইক্রোসফটের সংঘাতের সুযোগকে পুঁজি করেছে কম্প্যাক সুচতুরভাবে। কম্প্যাক জানে যে একজন ক্রেতা মাইক্রোসফটের সফটওয়্যারভিত্তিক কোন সার্ভার খরিদ করতে চাইলে তারা কম্প্যাকেরটাই কিনবে কারণ কম্প্যাকের সাথে মাইক্রোসফটের ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়িক সুসম্পর্কের কথাটা সবাই অবগত।

মূল্য হ্রাস লড়াইয়ের প্রতি কম্প্যাকের আগ্রহ এখনো কমেনি। তাদের সর্বশেষ পদক্ষেপটি হচ্ছে চার পাউন্ডের চেয়েও কম ওজনের একটা অনায়াসে বহনযোগ্য কন্টুরা এয়ারো সাবনোটবুক পিসি। এটিতে কোন ডিস্ক ড্রাইভ রাখা হয়নি। একটি মনোক্রম স্ক্রীন বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ এয়ারো দাম পরবে ১৫০০ ডলারের নীচে। আইবিএম থিংকপ্যাড-৫০০-র চেয়ে যার দাম প্রায় ৫০০ ডলার কম। ডেস্কটপ পিসির ক্ষেত্রে কম্প্যাকের Prolinea যে কাজটি করেছে নোটবুকের ক্ষেত্রে Aera তাই করবে। তবে প্রোলিনেয়া সরবরাহ করতে কম্প্যাক যেভাবে পিছিয়ে পড়েছিল বড় চাহিদার চাপে এবার যেকোন বড় চাহিদা মোকাবিলায় সক্ষম কম্প্যাক। এয়ারো ছাড়ার এক সপ্তাহ আগেই কম্প্যাক তার সিঙ্গাপুর কারখানায় উৎপাদন শুরু করে সেটাই প্রমাণ করতে যাচ্ছে। ✪